শিষ্যত্বের বিকাশ

খ্রীষ্টিয় জীবনে অপরিহার্য বিষয় সমূহ
নেতার নির্দেশিকা

পারিবারিক জীবন

৪র্থ পাঠ : বাইবেলসম্মত শিশুপালন

ভূমিকা

এই পাঠটি হল শিষ্যত্বের বিকাশ মডিউলের একটি অংশ, যার শিরোনাম পারিবারিক জীবন। এই পাঠ্যক্রমগুলি গৃহে আত্মিক নেতৃত্বের প্রতি আলোকপাত করে, যেহেতু এর মাধ্যমে এক সুস্থ খ্রীষ্টিয়ান পরিবার গঠিত হয়। এ শুরু হয়, পরিবারের জন্য বাইবেলসম্মত ভিত্তি বুঝে ওঠায়। তা চালিত করে বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন বিবাহের জন্য প্রস্তুতি, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট যোগাযোগ গড়ে তোলা, আর্থিক ব্যাপার সামাল দেওয়া এবং ব্যক্তিবিশেষের ছেলেমেয়েদের চালিত করা। এই ক্রমপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ হল, আত্মিক নেতৃত্ব বাড়ি থেকেই শুরু হয় এবং নারী ও পুরুষ, উভয়েরই এতে এক নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এই পাঠগুলি পরিবারের জন্য ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট পরিকল্পনার কথা বলে। এ উপলব্ধি করে যে, বর্তমান সময়ের পরিবারগুলি বিভিন্ন আকৃতিতে উপস্থিত হতে পারে। এই পাঠগুলি তাদের উপকার করবে, যারা বিবাহিত, যাদের মা-বাবারূপে কিছু ভূমিকা পালন করার আছে এবং সেই সব যুবক-যুবতীদের জন্যও, যারা ভবিষ্যতের জন্য সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক গঠন করতে চায়।

আকাঙ্ক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ

এই পাঠগুলির জন্য আকাঙ্ক্ষিত শ্রোতা হলেন তাঁরা, যাঁরা খ্রীষ্টিয়ান, যাঁরা নিজেদের বিশ্বাসে পরিপক্ব হচ্ছেন এবং যাঁরা নিষ্ঠাভরে ঈশ্বরের সেবা করতে চান। পাঠগুলি মণ্ডলীর নেতাদেরও উপকার করবে, যাঁরা বিবাহের ভিত্তিমূল ও পরিবার সম্পর্কে এবং তাদের মধ্যে কীভাবে সুদৃঢ়ভাবে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে চান।

এই নেতার নির্দেশিকা, নেতা হিসেবে আপনার প্রস্তুতির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই পাঠের রূপরেখাগুলি নেতৃত্বর বিকাশ উপকরণগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে, যেগুলি পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে : www.debengali.org

---

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing

পারিবারিক জীবন

৪র্থ পাঠ : বাইবেলসম্মত শিশুপালন

উদ্দেশ্য

শিশুপালন সম্পর্কে বাইবেল কী শিক্ষা দেয়, তা শেখা এবং পিতামাতারা কীভাবে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করা।

নেতার নির্দেশিকা

মা–বাবা হওয়া এক বিস্ময়কর দায়বদ্ধতা। জৈবিক উপায়ে কোনো শিশুর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া, আমাদের আবশ্যিকরূপে একজন ভালো পিতামাতা তৈরি করে না। শিশু প্রতিপালন করার জন্য আমাদের এক উদ্দেশ্য থাকবে, আমরা সক্রিয় হব ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে তা করব। আমরা যদি কোনো আত্মিক নেতৃত্বের পিছনে পশ্চাদ্ধাবন করি, সেই নেতৃত্ব বাড়িতেই শুরু হবে। ঈশ্বর মায়েদের ও বাবাদের ইচ্ছাকৃতভাবে পরিচালনা দেওয়ার, শিক্ষা দেওয়ার ও শাসন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। যাঁরা ছোটো ছেলেমেয়েদের এখন মানুষ করছেন, এই পাঠটি কেবলমাত্র ওই সব মা-বাবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই কোনো-না-কোনো উপায়ে পরবর্তী প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেওয়ার ও পথপ্রদর্শনের জন্য জড়িত থাকব। আপনার ক্লাসে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করুন, যেন শিশুপালনের জন্য ঈশ্বরের বাক্যের যে সত্য, তার প্রতিকূলে তাদের প্রথাসম্মত ধ্যানধারণাকে তারা যেন জয় করতে পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের পথপ্রদর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভালোভাবে সম্পর্কিত থাকব, আমরা তাদের কাছে ও আমাদের চারপাশের জগতের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রদর্শন করব।

ভূমিকা

দলকে জিজ্ঞাসা করার জন্য নিচে দেওয়া যে-কোনো দুটি বা তিনটি প্রশ্ন বেছে নিন :

- ❖ আপনাকে ও আপনার সহোদর ভাইবোনেদের মানুষ করার জন্য আপনার মা-বাবা কোন্ বিশেষ ন্যায়সঙ্গত বা সঠিক আচরণ করেছিলেন?
- ❖ কোন্ কোন্ উপায়ে আপনি আপনার মা-বাবার মতো? কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে?
- ❖ আপনি যদি মা বা বাবা হন, কিংবা স্বয়ং কোনো ছেলেমেয়েকে প্রতিপালন করেন, তাহলে আপনি বড়ো কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছেন? কোন্ সব বিষয় আপনাকে আরও ভালো কাজ করতে সাহায্য করবে? আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কী কী?
- ❖ আপনার ছেলেমেয়েদের ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কী আশা করেন? আপনি যখন তাদের লালনপালন করেন, তখন এই সব আশা কীভাবে তাদের প্রভাবিত করে?
- ❖ আপনাকে ঈশ্বর প্রতিপালন করেছেন, তা আপনি কীভাবে বুঝতে পেরেছেন?

অধ্যয়ন

আপনার দলকে নিচের বিষয়গুলি শিক্ষা দিন :

শিক্ষা দিন :

- **বাইবেল ও শিশুপালন :** ঈশ্বর নিজেকে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের স্মরণ করান যে, আমরা তাঁর সন্তান। ঈশ্বর নিখুঁতরূপে আমাদের প্রতিপালন করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই শিশুপালন এক কঠিন কাজ বলে মনে করে। শিশুদের তত্ত্বাবধান ও ভরণপোষণের জন্য চাই শক্তি ও রসদ। কোনো শিশুকে কষ্ট পেতে বা বিদ্রোহী হতে দেখে মা-বাবার হৃদয় ভেঙ্গে যায়। তবুও, শিশুরা আমাদের জন্য আনন্দ ও আশা নিয়ে আসে। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য মহত্তম আশা হল, তারা আমাদের সম্মান করে ও ঈশ্বরকে ভালোবাসে। আমাদের অন্য অনেক আশাও থাকতে পারে, কিন্তু একমাত্র আশা করাই পর্যাপ্ত নয়।

    - **ইচ্ছা থাকা ও সক্রিয়তা :** মা বা বাবা হওয়া, কিংবা শিশুদের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা দেওয়া, জৈবিকভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার চেয়েও অনেক বেশি। বাইবেলসম্মত শিশুপালন হল সক্রিয় ও ইচ্ছামূলক। শাস্ত্রের এই সব অংশ ভেবে দেখুন :

        - **২য় বিবরণ ৬:৪-৯ :** পিতামাতাদের দ্বারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁর আদেশগুলি পৌঁছে দিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্য হবে দৈনন্দিনকার পারিবারিক জীবনের অংশ। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দাওয়ার দায়িত্ব কেবলমাত্র পুরোহিতদের বা শিক্ষকদের দেওয়া হয়নি, কিন্তু প্রাথমিকভাবে তা দেওয়া হয়েছে মা-বাবাকে।
        - **ইফিষীয় ৬:১-৫ :** ছেলেমেয়েদের দায়বদ্ধতা হল, প্রভুতে মা-বাবার বাধ্য হওয়া ও তাঁদের সম্মান করা। মা-বাবার দায়বদ্ধতা হল প্রভুর শাসনে ও শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করা। তা করতে হবে কোমলভাবে ও ভালোবাসার সঙ্গে।
        - **হিতোপদেশ ১৩:২৪ :** শাসন ও পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে মা-বাবারা পরিশ্রমী ও ইচ্ছুক হবেন। ছেলেমেয়েদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, পাপের একটি পরিণাম আছে ও পাপের জন্য দণ্ড নির্ধারিত। এখানে উল্লেখিত “দণ্ড” শব্দটি হল সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের একটি প্রতীক, কিন্তু তা মা-বাবাকে তাঁদের ছেলেমেয়েদের মারধোর করার বা শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার অনুমতি দেয় না।

    - **যাঁরা মা-বাবা নন তাঁদের মা-বাবার ভূমিকা :** আমরা নিজেদের ছেলেমেয়ে প্রতিপালন করি বা না-করি, আমাদের জীবনকালে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মা-বাবার ভূমিকায় দেখতে পাব। কোনো কোনো সময় ঠাকুর্দা-ঠাকুমারা (বা দাদু-দিদিমারা), আত্মীয়-স্বজনেরা বা প্রতিবেশীরা ছেলেমেয়েদের তত্ত্বাবধান করেন। ঈশ্বর প্রাথমিকভাবে *মা-বাবাকে* শাসন করার ও শিক্ষা দেওয়ার দায়বদ্ধতা দেন। কিন্তু যখন সেই কাজের জন্য মা-বাবারা উপলব্ধ না-হন (তা যে কোনো কারণেই হোক না কেন), ওই সব অন্যান্য তত্ত্বাবধায়কদের প্রয়োহন হয় সেই ভূমিকা পালন করার জন্য। নিচে দেওয়া পাঠটি ছেলেমেয়েদের পালনকারী যে-কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ঈশ্বরের কাছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই কাজটি হল গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের।

জিজ্ঞাসা করুন :

সমস্ত অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন :

- আপনাদের সমাজে সফল পিতামাতা হওয়ার জন্য কী করা হয়? পিতাকে ছেলেমেয়েদের ও ছেলেমেয়েদের পিতামাতার প্রতি কী দায়বদ্ধতা থাকে?

- ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এক সফল পিতামাতা কীসের দ্বারা হওয়া যায়? উৎকৃষ্ট শিশুপালনের কী পরিণাম হয়?

শিক্ষা দিন :

- **শিশুপালনের উদ্দেশ্য :** ব্যক্তিগতভাবে, এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের গৌরব করা ও তাঁর প্রতিমূর্তি বহন করা। এক বিবাহিত দম্পতি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের এক হয়ে কাজ করার মাধ্যমে জগতের কাছে ঈশ্বরের গৌরব ও তাঁর প্রতিমূর্তি বহন করবে। শিশুপালন যদি ভালোভাবে করা যায়, তাহলে তার দ্বারাও জগতের কাছে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার চরিত্র প্রকাশ করা যাবে।

- **ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া উপহার :** শিশুপালনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমাদের ইচ্ছা-বাসনাকেও ছাড়িয়ে যায়, যেমন সফলতা, বিত্ত-সম্পদ, সুখী বিবাহিত জীবন, ফলপ্রসূ ও বিখ্যাত হওয়া, এই সব। আমাদের ছেলেমেয়েরা হল ঈশ্বরের। তাই তিনিই আমাদের দায়িত্ব দেন তাদের শিক্ষা দেওয়ার, পথ দেখানোর ও ভালোবাসার জন্য। প্রত্যেকটি শিশুই হল :
    - ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ (গীতসংহিতা ১২৭:৩; লূক ১৭:২)
    - পাপী, যাদের পরিত্রাণের প্রয়োজন আছে (গীতসংহিতা ৫১:৫; হিতোপদেশ ২২:১৫)
    - সাধারণ বিশ্বাসের এক আদর্শ (মথি ১৯:১৩-১৫)
    - ভালো উদাহরণ অনুসরণ করা যাদের প্রয়োজন (তীত ২:১-৮; ফিলিপীয় ৩:১৭)
    - তাদের বলা হয়েছে পিতামাতাকে সম্মান করতে ও তাঁদের বাধ্য হতে, যেন তারা শিখতে পারে কীভাবে ঈশ্বরকে সম্মান করতে হয় ও তাঁর বাধ্য হতে হয় (হিতোপদেশ ২২:৬; ইফিষীয় ৬:১-৪)

- **পিতামাতা হিসেবে আমাদের উদ্দেশ্য :** ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কই আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা কতটা শিক্ষিত হল বা কৃতকার্য হল, তা নয়। সেই কারণে, পিতামাতা হিসেবে আমাদের উদ্দেশ্য হল পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। এর পরিণাম হবে, আমরা এক স্বতন্ত্র, বিশ্বাসপূর্ণ ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করব, যারা নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের গৌরব করবে এবং জগতের কাছে তাঁর প্রতিমূর্তি বহন করবে।

> *পিতামাতা হিসেবে আমাদের উদ্দেশ্য হল পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া। এর পরিণাম হবে, আমরা এক স্বতন্ত্র, বিশ্বাসপূর্ণ ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করব, যারা নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের গৌরব করবে এবং জগতের কাছে তাঁর প্রতিমূর্তি বহন করবে।*

আমরা কীভাবে তা সম্পন্ন করব? আবার আত্মিক নেতারাই বা কীভাবে অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের এই কাজ করার জন্য উৎসাহ দেবে ও সজ্জিত করবে? আমাদের প্রথমে খ্রীষ্টিয় পরিবারে সুসমাচারের কী মর্যাদা কীভাবে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা দেখতে হবে।

- **পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়া :** বহু যুবকযুবতী তাদের পিতামাতার বিশ্বাসকে অনুসরণ করে চলে না। বহু মণ্ডলী ও প্রতিষ্ঠান কষ্টসমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ যুব-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সেবা করার দায়িত্ব নিচ্ছে না। এ-রকম তখনই হয়, যখন সুসমাচার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় না, কিংবা ছেলেমেয়েরা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে ও ঈশ্বরের অবাধ্য হয় এবং তাঁকে বাদ দিয়ে জীবনযাপন করা বেছে নেয়। যাই হোক, পিতামাতার ছেলেমেয়েদের কাছে সুসমাচার দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বস্ত হতে হবে, আর ছেলেমেয়েদেরও দেখা প্রয়োজন যে এটি তাদের পিতামাতার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রয়োজন গৃহে এক অঙ্গীকার এবং এক সমর্থনকারী মাণ্ডলিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা। এর অন্তর্ভুক্ত হল :
    - **তাদের ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেওয়া :** আমাদের দায়বদ্ধতা হল ছেলেমেয়েদের ঈশ্বরের বাক্য জানতে ও শ্রদ্ধা করতে সাহায্য করা। তাদের কাছে বাইবেল পড়ুন, বাইবেলের চরিত্রগুলির কথা বলুন, পদ মুখস্থ করতে বলুন এবং আলোচনা করুন যে, ঈশ্বরের বাক্য কীভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য সংগতিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেমেয়েরা যখন দেখবে, আপনি আপনার বাইবেল পড়ছেন এবং ঈশ্বরের বাক্যের উপরে আপনার নির্ভরতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা বুঝতে পারবে, এটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ছেলেমেয়েদের কাছে দিতে আমরা যেন অবহেলা না-করি।

- **তাদের পরিত্রাণ-লাভের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেওয়া :** প্রত্যকটি ছেলেমেয়েরেই পরিত্রাণ-লাভের প্রয়োজন আছে। আমাদের স্থাপিত সীমারেখা ও নিয়মবিধি ছেলেমেয়েরা যখন লঙ্ঘন করে, আমরা সুযোগ পাই তাদের পাপময় চরিত্রের কথা ও সেই পাপের ক্ষমা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের দেখিয়ে দিতে। শাসন হল বাধ্যতার শিক্ষাদান, তা শুরু হয় নিয়মবিধি স্থাপন করে। যখন ছেলেমেয়েরা আপনার কথা শোনে, তারা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করতে শেখে। শাসন আচরণ সংশোধন, বাধ্যতা শিক্ষা ও সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এর দ্বারা অবশ্যই বার বার অবাধ্যতর আচরণ বাধা পায়। পিতামাতারা অবশ্যই ক্ষতি করার ছেলেমেয়েদের শাসন করবেন না, কিংবা নিজেদের হতাশ অবস্থার কথা ব্যক্ত করবেন না। শাসন করার সময় মা-বাবা অবশ্যই শান্ত ও সংযমী থাকবেন। তাঁরা ছেলেমেয়েদের ক্ষমা চাইতে শেখাবেন – প্রতিপালকের কাছ থেকে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে।

- **অনুগ্রহ প্রদর্শন ও ক্ষমা করা অভ্যাস করা :** ছেলেমেয়েরা অনুতপ্ত হলে আমরা দ্রুত তাদের ক্ষমা করব এবং তাদের প্রতি অযোগ্যতা সত্ত্বেও অনুগ্রহ প্রদর্শন করব। আমাদের ক্ষমা করা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের দ্বারা তারা ঐশ্বরিক ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের একটি চিত্র দেখতে পায়।

- **বাধ্যতার জন্য ঈশ্বরের উপরে নির্ভতার প্রদর্শন :** আমরা যেন কোনোরকম সাহায্য ছাড়া ছেলেমেয়েদের কাছে আমাদের স্থাপিত বিধিনিয়ম পালন করার ও বশ্যতা স্বীকারের আশা না-করি। তাদের প্রয়োজন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভরতার। ভেবে দেখুন, আমরা সবাই, আমাদের হৃদয়ের পুনঃসৃষ্টিকরণ ও আমাদের মধ্যে অবস্থিত পবিত্র আত্মার সাহায্য ছাড়া ঈশ্বরের মানদণ্ড বজায় রাখতে কেমন অপারগ! আদেশ পালন করতে ছেলেমেয়েরা যখন অসুবিধায় পড়ে, তাদের জন্য ও তাদের নিয়ে প্রার্থনা করুন। তাদের শেখান তারা যেন ঈশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা করে।

- **আত্মত্যাগমূলক ভালোবাসা :** ছেলেমেয়েদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা তাদের ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রদর্শন করি। তারা আমাদের ভালোবাসা, প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানের যোগ্য, এমনকি তখনও, যখন তারা তা পাওয়ার দাবি রাখে না। অনেক সময় তা হবে এক আত্মত্যাগমূলক ভালোবাসা, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেরও আগে ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনকে স্থান দেওয়া।

- **বিশ্বস্তভাবে তাদের চালিত করা :** ছেলেমেয়েরা যেমন অনুসরণ করতে চায়,আমরা সে-রকম হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হব। আমরা যখন তাদের জীবনাচরণের শিক্ষা দিই, ঈশ্বরকে অনুসরণ করায় যে আনন্দ ও শান্তি আসে, তা যেন তাদের কাছে প্রদর্শন করি। প্রতিপালকরূপে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আপনি করতে পারেন, তা হল সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ, প্রাণ, মন ও শক্তির সঙ্গে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। খ্রীষ্ট-সদৃশ মনোভাব প্রদর্শন, আপনার ছেলেমেয়েদের অনুসরণ করার জন্য এক আদর্শস্বরূপ হবে।

❖ **ঈশ্বরের মতোই ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করা :** আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, ঈশ্বর কীভাবে আমাদের, অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের প্রতিপালন করেন? নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করার সময় আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব। তা করে আমরা আমাদের চারপাশের জগতের কাছে এক ইতিবাচক সাক্ষ্য বহন করব। আমাদের নিজেদের পিতামাতার প্রতিপালনের দক্ষতা হয়তো সামান্যই ছিল, আমরা কিন্তু যখন ঈশ্বরের অন্বেষণ করে তাঁর বাধ্য হব, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন উন্নততররূপে আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করতে। অবশ্য, মেনে নিতে হবে যে, নিখুঁত প্রতিপালক কেউই নেই! সেই কারণে আমাদের প্রয়োজন ঐশ্বরিক সহায়তার।

- **ঈশ্বর আমাদের পিতা :** ভেবে দেখুন, নিচের সব উদাহরণে দেওয়া আছে, ঈশ্বর কী নিখুঁত উপায়ে আমাদের প্রতিপালন করেন :

    - **ঈশ্বর আমাদের কান্না শোনেন** (গীতসংহিতা ১৪৫:১৯; ১ যোহন ৫:১৪,১৫)
    - **ঈশ্বর আমাদের প্রতি ধৈর্যশীল** (২ পিতর ৩:৯)
    - **তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেন** (ইফিষীয় ১:৩-৬)
    - **তিনি উৎকৃষ্ট সব উপহার দান করেন** (যাকোব ১:১৭; মথি ৭:১১)
    - **তিনি আমাদের শাসন করেন** (ইব্রীয় ১২:৫,৬; গীতসংহিতা ৯৪:১২,১৩)
    - **তিনি আমাদের শিক্ষা দেন** (যিশাইয় ২৮:২৬; গীতসংহিতা ৫১:৬; ২ তিমথি ৩:১৬,১৭)

- **পাপের প্রতিফলের অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের দেন** (যিহিষ্কেল ২৩:৩৫; হিতোপদেশ ১৯:১৫)
- **তিনি পাপ ক্ষমা করে অনুগ্রহ প্রদান করেন** (ইফিষীয় ২:৮,৯; ১ যোহন ১:৯; রোমীয় ৬:২৩)
- **তিনি ভালোবাসা প্রদর্শন করেন** (যোহন ৩:১৬; ১ যোহন ৪:১৯; রোমীয় ৫:৮)

❖ **শিশুপালনের জন্য ব্যবহারিক সব উপায় :**

- **প্রায়ই ও সবসময় প্রার্থনা করুন :** ভালোভাবে শিশুপালনের জন্য আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের শক্তি ও প্রজ্ঞা। প্রতিপালক হিসেবে কী করতে হবে যখন আপনি বুঝতে পারবেন না, প্রথম কর্তব্য হবে প্রার্থনা করা। আমরা সবসময়ই ছেলেমেয়েদের জন্য ও তাদের নিয়ে প্রার্থনা করব, যেন তারা প্রভুকে জানতে পারে। আমরা যখন বিদ্রোহী ছেলেমেয়েদের ও কষ্টকর পরিস্থিতিসমূহের সম্মুখীন হই, আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল হব ও প্রার্থনা করব যেন আমাদের ছেলেমেয়েরা বিশ্বাসের প্রতি ফিরে আসে (১ থিষলনিকীয় ৫:১৭; ফিলিপীয় ৪:৬)।

- **পারিবারিক উপাসনার জন্য সময় আলাদা করা :** পারিবারিক উপাসনা রোজ হতে পারে, যেমন রাতের খাবারের আগে বা পরে। একসঙ্গে গান গাওয়া, ঈশ্বরের বাক্য পড়া ও তা আলোচনা করা, একসঙ্গে পদ শেখা, পরিবারের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলা, এই সব (২ তিমথি ৩:১৫; কলসীয় ৩:১৬)।

- **ছেলেমেয়েদের কাছে আপনার বিশ্বাসের কথা বলুন :** বহু পিতামাতা ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের অতীতের ভুলভ্রান্তির কথা বলতে চান না, কারণ তাঁরা সম্মান হারাবেন বলে ভয় করেন। আপনার বিশ্বাসের পথযাত্রা সম্পর্কে বর্ণনা করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেমেয়েরা আপনার শৈশবের কাহিনী শোনা উপভোগ করবে। তাদের বলুন, আপনি কখন প্রভু যীশুর অনুসারী হয়েছিলেন, আর সেই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য আপনার কাছে কী-রকম ছিল। ঈশ্বর যে পার্থক্য এনে দেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা তাদের বলুন (১ পিতর ৩:১৫)।

- **শাসনে অবিচল থাকুন :** পিতামাতারা যখন শাসন করায় অবিচল থাকেন না, ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত হতে পারে বা নিজেদের পাপ মা-বাবা এবং ঈশ্বরের কাছে গোপন করতে পারে। আপনি যখন নিয়মাবলি স্থির করেন, সেগুলি সব সময় পালন করতে সচেষ্ট হবেন (হিতোপদেশ ১৩:২৪)।

- **আপনার ছেলে/মেয়ের মন জানুন :** আপনার ছেলেমেয়েদের জানুন। একটি বিষয়ে যে সংঘর্ষ করছে, অন্যটির কাছে তা শক্তিস্বরূপ হতে পারে! প্রত্যেকটি শিশুই অনন্য এবং ঈশ্বর এক অনন্য উপায়ে তার সঙ্গে আচরণ করেন। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে আপনার হয়তো আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিপালন করতে হবে। ছেলেমেয়েদের বুঝতে সাহায্য করুন, তারা কোথায় দুর্বল এবং উৎসাহ দিয়ে তাদের শক্তিশালী করুন। তারা যখন হতাশ হয়, তখন সতর্ক থাকবেন (১ থিষলনিকীয় ৫:১১)।

- **ভুল করলে আপনি তা স্বীকার করুন :** কোনো মা-বাবার পক্ষে এ-কাজ করা অত্যন্ত কষ্টকর। ব্যর্থতার সময় ছেলেমেয়েদের বলুন, আপনি কী ভুল করেছিলেন। আপনি নিজের ভুল স্বীকার করতে ব্যর্থ হলে, ছেলেমেয়েদের কাছে এক অসম্ভবপর মানদণ্ড স্থাপন করবেন, যার ফলে তারা নিরাশ হতে পারে। আপনার যা করা উচিত ছিল না, তা করে থাকলে, আপনি ছেলেমেয়ের কাছে ক্ষমা চাইবেন। এতে দুর্বলতা নয়, কিন্তু মহা শক্তি প্রকাশ পায়। প্রভুর প্রতি আপনার ভয় ছেলেমেয়েরা প্রত্যক্ষ করবে ও তা অনুকরণ করবে (যাকোব ৫:১৬; কলসীয় ৩:১৩)।

- **তাদের ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হতে শেখান :** আমাদের যুব ছেলেমেয়েরা যখন সমস্যায় বা বিপদে পড়ে, আমরা যেন তাদের কাছে কাছে থাকি ও তাদের সাহায্য করে সান্ত্বনা দিই। ছেলেমেয়েদের যখন আমরা স্বাধীন হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিই, তখন আমাদের উপরে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে তাদের শেখাই। উত্তরের জন্য আমরা তাদের বাইবেলের পদ দেখাতে, ব্যক্তিগতরূপে প্রার্থনা করতে উৎসাহ দিতে এবং ভয় পেলে ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখতে তাদের শেখাতে পারি। আমাদের ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরের, সেই ঈশ্বরের কাছে তাদের হিসেব দিতে হবে (গীত ১১৮:৮; ১৪৬:৩)।

- **আপনি যদি মা/বাবা না-হন :** আমাদের সবারই জৈবিক সন্তান থাকে না। কিন্তু কোনো কোনো সময় আমরা শিশুদের তত্ত্বাবধান করে থাকি। এই সব পরিস্থিতিতেও তাদের কাছে আমাদের বিশ্বাসের কথা বলার জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞার অন্বেষণ করব। ছেলেমেয়েরা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে ও আমাদের কাছ থেকে তারা শেখে। তাদের বলুন, আপনি কীভাবে যীশুর কাছে এসেছিলেন, জীবনে আপনি কী-সব বিষয় শিখেছেন। তারা এমন কিছু শিখুক, যা তাদের জীবনে আরও উৎকৃষ্ট পরিবর্তন নিয়ে আসবে। ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করার যে কষ্টসাধ্য কাজ, তা সম্পাদন করার জন্য আমরা মা-বাবাদের জন্য প্রার্থনা করব ও তাদের অনুপ্রেরণা দেব। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা প্রভুরই আনন্দে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আলোচনা

- খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করার জন্য আপনি কীভাবে আপনার সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন ও শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসছেন? কে আপনার আদর্শ দেখে তা অনুসরণ করছে?
- একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ বা উদাহরণ আপনার জীবনে কী পার্থক্য নিয়ে আসে? (অথবা, আপনার তেমন যদি না-থাকে, তাহলে তা কী ধরনের পার্থক্য নিয়ে আসত?)
- শিশুপালনের এই সব ধারণা আপনি যেভাবে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সেই উপায় কি প্রতিফলিত করে, অথবা আপনি কীভাবে আপনার ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন করছেন? সেগুলি কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আলাদা?
- এই কাজে কীভাবে কোনো মণ্ডলী সমর্থন করতে ও পাশে দাঁড়াতে পারে? কোন্ কোন্ উপায়ে পিতামাতারা তাঁদের দায়বদ্ধতা হ্রাস করেছেন এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের ঐশ্বরিক সত্য শেখানোর ব্যাপারে অতিমাত্রায় মণ্ডলীর উপরে নির্ভরশীল হয়েছেন? শিশুপালনের কাজে আপনি অন্যদের কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?

প্রার্থনা

পাঠটি প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করুন। প্রার্থনা করুন যেন অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান গুরুগম্ভীররূপে নেয়। প্রার্থনা করুন, যারা মা-বাবা, তাঁরা যেন পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁদের ভূমিকা পালন করেন এবং এমন এক আদর্শ স্থাপন করেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও আশীর্বাদ করবে। প্রার্থনা করুন যেন পিতাদের হৃদয় তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রতি এবং ছেলেমেয়েদের হৃদয় তাদের নিজের নিজের পিতার প্রতি ফিরে। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বরের ভালোবাসা পরিবারগুলির মধ্যে ও তাদের মাধ্যমে জগতের অবশিষ্ট লোকদের কাছে ও ভাবী প্রজন্মের কাছে প্রতিফলিত হয়।